মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত, আহত ২; মারা গেছে ৪ গরু

মেহেরপুরে বজ্রপাতে আব্দুর রশিদ (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় পৃথক স্থানে আরও দুইজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া মাঠে থাকা চারটি গরুরও মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ মে) বিকেল ৫টার দিকে জেলার সদর ও গাংনী উপজেলার পৃথক এলাকায় বজ্রপাতের এসব ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রশিদ মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত আবদার আলীর ছেলে। আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডোবাপাড়া এলাকার মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলাম (৭০) এবং ভরাট দুর্লভপুর গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে খাদিজা খাতুন (১৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের ভেদাগাড়ির মাঠে মরিচ গাছ লাগানোর কাজ করছিলেন কৃষক আব্দুর রশিদ। এ সময় হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডোবাপাড়ার চামড়ুখালি মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন রবিউল ইসলাম। বজ্রপাতের সময় তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই মারা যায় তার চারটি গরু। স্থানীয়রা জানান, গরুগুলো ছিল পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একসঙ্গে চারটি গরুর মৃত্যুতে পরিবারটি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

এ ছাড়া ভরাট দুর্লভপুর গ্রামে বাড়িতে থাকা অবস্থায় বজ্রপাতে আহত হয় কিশোরী খাদিজা খাতুন। পরে স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. তাসমারী খাতুন জানান, বজ্রপাতে আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এদিকে, হঠাৎ বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু ও গবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় এলাকায় শোক ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা ঝড়-বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে কাজ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

গাংনীতে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গ্রামে বাবলু মিয়ার মুদি দোকানের সামনে থেকে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকালে লাল টিপে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখে ও চিরকুট দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।

বাবলু মিয়া জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত রিয়াজুল মাস্টারের ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় বাবলু মিয়া তার দোকানের কাজকর্ম শেষ করে রবিবার রাতে বাড়িতে চলে যান। রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা কোন এক সময় বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায়।

পরে সকালে দোকান খোলার আগেই কিছু ব্যাক্তি বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে বাবলু মিয়াকে খবর দিলে পরে বাবলু মিয়াসহ স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। এর আগেও বাবলু মিয়া’কে ৪-৫ বার চিরকুট লিখে হত্যার হুমকিও দেয় দুর্বৃত্তরা।

গাংনী থানা ওসি তদন্ত আল মামুন জানান, জোড়পুকুরিয়া মধ্যপাড়ার বাবলু এর পরিত্যক্ত মুদি দোকানের সামনে চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাংনীতে চিকিৎসা নেয়ার এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু হলো সাপে কাটা রোগীর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ত্রিশ বছর বয়সি কৃষক সেন্টু মিয়াকে গত ৯ মে বিকেলে ধান বাধায়ের কাজ করার সময় অচেনা এক বিষাক্ত সাপ তার ডান হাতে কামড় দেয়।

তাৎক্ষণিক মাঠে কর্মরত কৃষকরা সেন্টু মিয়া দেরি না করে দ্রুত নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে বলে।

পরিবারের দুজনকে সাথে নিয়ে মটরসাইকেল যোগে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

পরে আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দুদিন ধরে চিকিৎসা নিলেও শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে গত ১৫ মে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

পুনরায় গতকাল শনিবার সকালে সেন্টু মিয়ার শ্বাস কষ্ট শুরু হলে স্থানীয় বামন্দী একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসলে চিকিৎসক রক্তের পরিক্ষা দেয়।

পরে রক্তের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক জানান তার শরীরে থাকা রক্তে পয়জন আছে। পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়ার পথে সেন্টু মিয়া মৃত্যু বরণ করে।

নিহত সেন্টু মিয়া কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়ার গ্রামের নজরুল ইসলামের পুত্র। এবং গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের রিনা খাতুনের সাথে বিবাহের পর থেকে শশুর বাড়ি এলাকায় জমি কিনে বসবাস করছেন।

নিহতের শ্যালক আজগর আলী বলেন,সেন্টু অর্থনৈতিক ভাবে খুব দরিদ্র হলেও মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিলো। তার এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। আর তার স্ত্রী রিনা খাতুনের এক সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি বাচ্চা প্রসব করবে। অথচ সেন্টু সবাইকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলো।

জানি ডাক্তাররা রোগীকে বাচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তবে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিষ মুক্ত হয়েছে কিনা? তা পরিক্ষা না করে রিলিজ দেয়া ঠিক হয়নি। এই একটি বাচ্চা পৃথিবীতে আসার আগেও বাবা হারা হলো। এই দায় ডাক্তার সাহেব কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? আপনারাই বলেন।

গাংনীতে বাড়ির সামনে থেকে বোমা সদৃশ বস্তু, কাফনের কাপড় ও হুমকি চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙা হাজী পাড়ার ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড় ও হুমকি ভরা চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজ রোববার সকাল নয়টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙা হাজিপাড়ার ছইমুদ্দিনের ছেলে ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

ইউসুফ আলী বলেন, প্রতিদিনের মতো আজ ভোরে বাড়ির প্রবেশ পথে বাড়ির মেয়ে ঝাড়ু দিতে গেলে একটি পলিথিন ও কাফনের কাপড়ের সাথে একটি চিরকুট বাধা অবস্থায় পড়ে আছে দেখে আমাকে বলে। তখন আমি স্থানীয় মেম্বারকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ খবর দেই। তারপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে সেগুলো উদ্ধার করে এবং চিরকুটে যা লেখা ছিলো তা পড়ে শোনাই।

চিরকুটে লেখা ছিলো ” আসমুয়ালাকুম ইউসুফ তুমি সাবধান। তুই আর তোর ছোট সন্তান মৃত্যু জন্য পস্তত হও পাঁচলক্ষ টাকা রেডি কর “।

এঘটনার পর থেকে আমি আমার পরিবার ও প্রবেশিরা চরম আতঙ্কের মধ্যে আছি।

ভবানিপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই)

আব্দুল করিম বলেন, আমরা আজ সকালে ফোন কলের মাধ্যমে খবর পাই। হাড়াভাঙা হাজিপাড়ার ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথে পলিথিনে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু,কাপড়ের সাথে একটা চিরকুট বাধা অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ হেফাজতে নিয়েছি। এবং বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করতছে কে-বা কারা এঘটনার সাথে জড়িত তাদের খুঁজে বের করতে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বড় নেটওয়ার্কে অভিযান, রাফসান জনিসহ গ্রেপ্তার ৪

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১৫ মে) রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং

গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

ডিবি পুলিশের ভাষ্য, অনলাইন জুয়ার এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গ্রামের বেকার যুবক ও সাধারণ মানুষকে দ্রুত লাভের প্রলোভনে ফেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে হতাশা, মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে ডা. রাজিব-সৈকত স্মৃতি প্রণোদনা বৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডা. রাজিব-সৈকত স্মৃতি প্রণোদনা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৬ মে) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক রফিকুর রশিদ রিজভী আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা পারভীন।

সহকারী শিক্ষক রকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ডা. রাজিব ও সৈকতের মা হাজেরা রশীদ, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, কাজীপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক হাসান আলী এবং গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভী ও বিশেষ অতিথি হাজেরা রশীদ পঞ্চম শ্রেণির দুইজন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে বই, নগদ অর্থ ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক রফিকুর রশিদ রিজভী বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে এমন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নতুন প্রজন্মকে মানবিক ও শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আগামীতেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের প্রণোদনা ও বৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]

প্রন্তিক খামারি মোশারফ আলী বলেন,বামন্দী বাজারে বিক্রির জন্য গরু নিয়ে এসেছি। খড়,ভুষিসহ গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে গরু লালন পালনে যে টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক দাম বলছেন ব্যাপারিরা। তবে টার্গেট অনুযায়ী দাম না পেলে গরু বিক্রি করছিনি। ঢাকার পার্টি আসলে আমার গরুর দাম ঠিকই পাবো। এছাড়া দালালদের উৎপাত বেড়েছে। স্থানীয় ব্যাপারিরা সিন্ডিকেট করে গরু কিনছেন। যে কারনে গরুর ন্যায্য মুল্য পাচ্ছিনা।

হাট-ইজারাদার হারুন অর রশিদ বাচ্চু বলেন, জাল টাকার ব্যবহার রোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া পুলিশের টহল রয়েছে সার্বিক্ষনিক। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মানলে খাজনা আরও বাড়বে। তাই প্রতি হাজারে টাকা না নিয়ে প্রতিটি পশু হিসেব করে আমরা ৬শ থেকে ৭শ টাকা নিচ্ছি। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হচ্ছেন। আমাদের এই শুক্রবারের হাটে সাড়ে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার পিস গরু বিক্রি হবে। আর ছাগলের সংখ্যাও প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পিস। সব মিলিয়ে আমাদের চলতি মাসে এই হাট থেকে ৩শ কোটি থেকে সাড়ে ৩শ কোটি টাকার পশু বিক্রি হবে ধারণা করছি।

আরেক হাট ইজারাদার রাশিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলার হৃদপিণ্ড বলা হয়ে থাকে এই বামন্দী পশু হাটকে। এই হাটকে কেন্দ্র করে এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। এই হাটে আশেপাশের দশটি জেলার খামারি ও ব্যাপারীরা আশে পশু কেনাবেচা করতে। আসন্ন ইদুল আজহাকে সামনে রেখে যে হাটগুলো বসবে,তাতে গড়ে ৫ হাজার করে গরু-ছাগল বিক্রি হবে। মাস হিসেবে তার আনুমানিক কেনা-বেচা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি টাকার মত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন,জেলা পুলিশের নির্দেশনায় এই হাটটির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে। এবং পুলিশের একাধিক টিম হাটের দিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে কাজ করে যাচ্ছে।

জেলা প্রানী সম্পদের তথ্যমতে, জেলায় ছোট বড় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর মেহেরপুর জেলায় কোরবানির জন্য প্রস্তুত রয়েছে প্রায় এক লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু। এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ চার হাজার ৮৪৪টি এবং গাভি আট হাজার ৫০৯।

এছাড়া মহিষ রয়েছে ৪৮২টি, ছাগল এক লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া দুই হাজার ৭২০টি। জেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি

পশু।

১৭ হাজার খামারে দেশীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে মোটাতাজা করা হয়েছে ৬ লাখ ১৭ হাজার ৭২৩টি গবাদিপশু। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ লাখ ষাঁড়। প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যানুযায়ী, এসব পশুর সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা।

গাংনীর সাব রেজিস্ট্রার ও উপজেলা ভূমি অফিসে চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের জানালার গ্রীলকেটে ঢুকে কাগজপত্র তছন ও চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত।

গতরাত আড়াইটার দিকে প্রায় ২০ মিনিট সময় নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত। যা অফিস দুটির সিসি ফুটেজ প্রমান করেছে। এই চুরির ঘটনায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অফিস দুটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এঘটনায় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ও তদন্ত অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও আলামত সংগ্রহ করেছেন।

উপজেলা সাবরেজিস্টার নাইমা ইসলাম জানান, সিসি ফুটেজে দেখা গেছে, জানালার গ্রীলের রডকেটে চোর রুমে প্রবেশ করে বিভিন্ন কক্ষের আলমিরার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণপূর্ণ ফাইলপত্র তছনছ করেছে। তবে, কোনো কাগজপত্র বা ফাইল চুরি হয়েছে কিনা তা এখনো তদন্ত করা হচ্ছে। এসময় নাইটগার্ড বা রেকর্ডরুমসহ অন্যান্যরুমে তালাবদ্ধ ছিলনা কেনো এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি।

এদিকে একই সময় উপজেলা ভূমি অফিসের পেছনদিকের একটি জানালার রড কেটে পাল্লা ভেঙে প্রধান অফিস সহকারির রুমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র তছনছ করেছে।

তবে, অফিস দুটি থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা কাগজপত্র নিয়ে গেছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম জানান, আমি সকালে অফিসে এসে দেখি অফিসের বিভিন্ন আল মিরার ও কক্ষের তালা ভাঙ্গা। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের ◌েএকটি টীম সিসি টিভি ফুটেজ যাচাই করে চোর সনাত্বের কাজ চলছে। তবে কাগজ পত্রের চুরির বিষয়টি গোপন করেন সাব রেজিস্ট্রার।

গাংনী থানার অসি তদন্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন,বিষয়টি জানতে পেরে সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছি। চোর সনাত্বে কাজ করা হচ্ছে।

গাংনীতে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় জয় (২২) নামে এক যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত জয় যুগিন্দা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে একই গ্রামের মোকলেসুর রহমানের ছেলে আলমগীর ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে জয়ের বাকবিতণ্ডা হয়। ওই ঘটনার জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় ধান মাড়াই শেষে বাড়ি ফেরার পথে জয়কে ধারালো দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত জয় অভিযোগ করে বলেন, ধান মাড়াইয়ের মেশিন আনতে মাঠে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তার কাছে থাকা প্রায় ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন

তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাহবুবুর রহমান নয়ন জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে হাসপাতালে আনা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজে আসছে না ৭কোটি ২৯ লাখ টাকার সেতু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মধুগাড়ী গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটি চার বছর পেরিয়েও চালু হয়নি।

সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও গাংনী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় এখনো ব্যবহার করতে পারছেন না দুই জেলার হাজারো মানুষ।

এতে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বামন্দী আরএইচডি থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর জিসি ভায়া মধুগাড়ী ঘাট সড়কের মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর ৭৫ মিটার গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৭ কোটি ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এবং ২০২৩ সালের মার্চে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রকল্পটির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স কহিনুর অ্যান্ড কফিল এন্টারপ্রাইজ।

তবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর অংশে সংযোগ সড়কের কাজ সম্পন্ন হলেও

গাংনীর বেতবাড়ীয়া অংশে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে এখনো সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেতুটি কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সংযোগ সড়ক না থাকায় গাংনী ও দৌলতপুর উপজেলার মানুষকে প্রায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় ও খরচ বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে দুর্ভোগও।

পথচারী মনিরুল ইসলাম বলেন, “ব্রিজ হয়েছে কিন্তু রাস্তা হয়নি। রোগীদের হাসপাতালে নিতে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য বাজারে নিতে পারছি না। চাষিদের ফসল আনা-নেওয়ায় অনেক কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা হলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে।”

দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া গ্রামের শমশের আলী বলেন, “ফসল নিয়ে ব্রিজে উঠতে খুব কষ্ট হয়। ভ্যান ঠেলে তুলতে ৫-৬ জন লাগে। অতিরিক্ত কষ্টের কারণে এখন ভ্যানও চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।”

কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “দৌলতপুর অংশের কাজ শেষ হলেও বেতবাড়ীয়া অংশের সংযোগ সড়ক হয়নি। জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সেতুটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানাই।”

দৌলতপুরের মধুগাড়ী গ্রামের জহিরা খাতুন বলেন, “ব্রিজে ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হয়। আত্মীয় বাড়িতে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা ঠিক হলে আমাদের কষ্ট কমবে।”

জমির মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম বলেন, “জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমরা দিয়েছি। জমির ন্যায্য মূল্য পেলেই হবে। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ হোক এবং মানুষের দুর্ভোগ কমুক।”

এ বিষয়ে গাংনী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামান বলেন, “সেতুর কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ৮ দাগে ৪৯ শতক জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।”